আমি যদি তব দাদা তুমি যদি ভাই।
তবে চল আমার বাড়ীর মধ্যে যাই।।'
পাগলের হস্ত ধরি রুদ্র চলে যায়।
আগে রুদ্র পশ্চাতে পাগল দয়াময়।।
তাহা দেখি হরিবলে মতুয়া সকলে।
রুদ্র. মণ্ডলের প্রতি 'হরি-হরি' বলে।।
বাড়ীর উপরে নিয়া বলে জোড়করে।
'সেবা কিছু কর ভাই বসে এই ঘরে।।'
গোস্বামী যাইয়া দেখে রন্ধনশালায়।
পরিপূর্ণ এক হাঁড়ি অন্ন তথা রয়।।
গোস্বামী বলেন "দাদা ল'য়ে চল ঘাটে।
মতুয়ার গণে আমি ইহা দিব বেঁটে।।
চলিলেন যথা আছে সঙ্গী ভক্তগণ।
হাঁড়ির মুখেতে দিল সরা আবরণ।।
সেই অন্নহাঁড়ি ধরি জলে ডুবাইল।
জল মধ্যে বুড় বুড় করিতে লাগিল।।
যত মতুয়ার গণ বাড়ীতে লইয়া।
রুদ্র নাচে হরিবলি প্রেমেতে মাতিয়া।।
বাড়ীর মধ্যেতে রুদ্র লইয়া তখনে।
ভোজন করায় যত হরিভক্তগণে।।
তাহা দেখি মাতিলেন রুদ্রের রমণী।
সব পাতে এনে দিল দধি আর চিনি।।
গলেবস্ত্র. দিয়া তবে কহে দুইজন।
দয়া করি গৃহ মধ্যে চলহ এখন।।
ল'য়ে গেল পাগলের উত্তরের ঘরে।
নারীসহ হরিবল বলে উচ্চৈঃস্বরে।
রুদ্র কেঁদে কহে "শুন ভাইরে পাগল।
ঘরবাড়ী পুত্র-নারী তোমার সকল।।'
মতুয়ারা হরিবলে নাচিয়া নাচিয়া।
নারীসহ নাচে রুদ্র প্রেমেতে মাতিয়া।।
মতুয়ারা সবে যায় এ ঘরে ও ঘরে।
হরি হরি হরি বলে ঘরবাড়ী ঘিরে।।
গোস্বামী বলেন 'দাদা যাই বাসুড়িয়ে।
বিশ্বাসের বাড়ী যাব নদী পার হ'য়ে।।
রুদ্র বলে 'অদ্য আমি পার করে দিব।
আজ পার না করিলে কিসে পার হ'ব।।
রুদ্র বলে দেও ভাই এ সত্য কড়ার।
আসিতে যাইতে দেখা হইবে একবার।।
দশ-বিশজন এস কিম্বা এস একা।
আসিতে যাইতে মোরে দিয়া যাবে দেখা।।'
বৈঠা ল'য়ে রুদ্র এসে নিজ হাতে বেয়ে।
পার করে দিল সবে নৌকায় উঠা'য়ে।।
রুদ্রের উদ্ধার পার করিল গোঁসাই।
রচিল তারকচন্দ্র হরিবল ভাই।।

পাগলের ওলাউঠা তাড়ানো

একবার নারিকেলবাড়ী সে গ্রামেতে।
উপনীত ওলাউঠা ব্যাধি সে স্থানেতে।।
মরিল অনেক লোক ভাব বিপরীত।
তাহাতে অনেক লোক হইল চমকিত।।
ভয়ে ভীত হয়ে কেহ না পারে চলিতে।
রাত্রিদ্বার বন্ধ নাহি চলে দিবসেতে।।
মহানন্দ নাগর চলিল ওড়াকান্দী।
কহে সব ঠাকুরের শ্রীচরণ বন্দি।।'
নাগর সরিষা নিল রসনাতে বাঁধি।
ওলাউঠা আসিয়াছে কহে কাঁদি কাঁদি।।
ঠাকুর কহেন "তা'তে তোদের কি ভয়।
যা হবা'র হউক তোদের নাহি দায়।।'
তবু কহে নাগর 'উপায় কিবা করি?'
প্রভু কন 'ভয় নাই বল হরি হরি।।'
গোস্বামী গোলোক তাহা শুনে দাঁড়াইয়া।
গোপনে নাগরে নিল ইঙ্গিত করিয়া।।